ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Study Material – 1

Subject: Bengali **শ্রেণী নবম** **Date: 04-May-20**

পাঠ - কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি - মুকুন্দ চক্রবর্তী

কবি পরিচিতি:

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় মুকুন্দ চক্রবর্তীকে নিঃসংশয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সম্মানে ভূষিত করা যায়। তাঁর সৃজনশীলতা, মৌলিকতা ও অভিনবত্বের জন্য তিনি মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত কাহিনীর বাইরে এসে রচনায় অসাধারণত্ব দান করেছেন। ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রয়োগ এবং চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর পরিবেশনা অভিনবত্বের দাবি রাখে।কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তার পূর্বপুরুষরা বর্ধমানের রত্না নদীর তীরে দামিন্যা গ্রামে বাস করতেন। তার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং মাতার নাম দৈবকি। মোঘল পাঠানের সংঘর্ষে উদ্ভুত রাজনৈতিক বিপর্যয় ও ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে সাত পুরুষের ভিটা মাটি ছেড়ে সপরিবারে দেশান্তরী হতে বাধ্য হন কবি।পথশ্রমে ক্লান্ত কবি তাঁর শিশুদের অন্নের জন্য কান্না শুনতে শুনতে নিদ্রা যান এবং সেই সময়ই দেবী চণ্ডী নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বপ্নাদেশ দেন।পরবর্তীকালে এই স্বপ্নাদেশে এবং রঘুনাথ রায়ের রাজত্বের সময় তার পৃষ্ঠপোষকতায় মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যটি অভয়ামঙ্গল, অম্বিকামঙ্গল নামেও পরিচিত।

কবিতার সারসংক্ষেপ:

কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি কবিতায় দেবী চণ্ডীর রোষে কলিঙ্গদেশের কি ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী সেই বর্ণনা দিয়েছেন। মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে কলিঙ্গদেশের আকাশ।এমন অন্ধকার যে মানুষ নিজেই নিজের শরীর দেখতে পারছেনা। ঈশান কোণে মেঘ জমে উঠেছে, ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। উত্তরদিকের বাতাস থেকে ভেসে আসতে লাগল মেঘের গর্জন। নিমেষের মধ্যে সারা আকাশ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল। চারিদিকের মেঘের থেকে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি।কলিঙ্গের আকাশে উড়ে আসা মেঘ উচ্চস্বরে গর্জন করতে লাগলো।প্রলয়ের কথা ভেবে সে দেশের অধিবাসীরা শঙ্কিত হয়ে উঠলো। প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির জন্যে বিপন্ন মানুষ যে যার বাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। সবুজ গাছপালা, খেত সব ধুলোয় ঢেকে গেল। ঝড়ের দাপটে ফসল নষ্ট হয়ে গেল। চারিদিক থেকে অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকলো। হাতিরা তাদের শুঁড়ে করে সমানে জল ছিটিয়ে চলেছে। বৃষ্টির আওয়াজে মানুষ পরস্পরের কথা শুনতে পাচ্ছেনা ।চারিদিক মেঘে ঢেকে রয়েছে। রাত-দিনের তফাৎ করা যাচ্ছে না। চারিদিকে জল জমে যাওয়ায় সাপেরা আর গর্তে লুকিয়ে না থেকে জলে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। এই দুর্যোগে আতঙ্কিত কলিঙ্গ বাসী মনে মনে জৈমিনি মুনিকে স্মরণ করেন। কারণ একমাত্র তিনিই পারেন এই দুর্যোগ থেকে তাদের উদ্ধার করতে।টানা সাত দিনের অবিরাম বৃষ্টির ফলে শস্যের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে। মানুষের ঘরবাড়ি জলে ভিজে পচে গেছে। ভাদ্র মাসে যেভাবে শব্দ করে তাল পড়ে, সেই রকম ঘরের চাল ভেঙে বৃষ্টির সাথে সশব্দে শিল পড়ছে। পর্বত সমান বিশাল বিশাল ঢেউ আর সমস্ত নদনদী দেবীর আদেশে বন্যার বেগে কলিঙ্গদেশে ধেয়ে এলো। সেই সব ঢেউ এর আঘাতে কলিঙ্গের ঘরবাড়িগুলো টলমল করে উঠলো।

শব্দার্থ:

ঈশান– উত্তর-পূর্ব দিক
সঘন– ঘন হয়ে
চিকুর– বিদ্যুৎ
বিপাক– অসুবিধা
নিরন্তর –অন্তহীন
নিরবধি – একটানা
হেজ্যা–জল লেগে পচে যাওয়া
নিমেষেক– মুহূর্তের মধ্যে
উচ্চ নাদে –জোরে শব্দ করে
প্রলয় – প্রচন্ড
বিষাদ – মন খারাপ
ভবন –আবাস
ব্যঙ্গ তড়কা – ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলা

ব্যাখ্যা ধর্মী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী:

১/"মেঘে কইলো অন্ধকার মেঘে কইলো অন্ধকার দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার" উদ্ধৃতাংশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উঃ উদ্ধৃত অংশটি কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত "কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি" কাব্যাংশটি থেকে গৃহীত।কাব্যাংশটি তে কলিঙ্গদেশে কি ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে কবি সেই বর্ণনাই দিয়েছেন। মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে কলিঙ্গের সারা আকাশ। মানুষ নিজেই নিজের শরীর দেখতে পাচ্ছে না এমনই ঘন অন্ধকার।

২/"চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল"চারি মেঘের নাম লেখ। মুষলধারে জল বর্ষণের কারণ কি?

উঃ কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি কবিতায় চারিমেঘ বলতে সংবর্ত আবর্ত অর্থ পুষ্কর এবং দ্রোন কে বোঝানো হয়েছে।
কলিঙ্গদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি এ কথা বলেছেন ।কলিঙ্গদেশের আকাশ সহসা ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। গাঢ় অন্ধকারে কেউ নিজেদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না। ঈশান কোণে ঘন মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘনঘন বিদ্যুতের ঝলকানি তে পৃথিবী কেঁপে উঠছে এবং আকাশ ভাঙ্গা মেঘের প্রবল বর্ষনে কলিঙ্গদেশ ভেসে গেছে।

৩/'বিপাকে ভবন ছাড়ি প্রজা দিল রঢ়'প্রজাদের বিপাকের কারণ কি?

উঃ কলিঙ্গদেশে প্রবল ঝড় বৃষ্টি বিপর্যয়, মেঘের গর্জন, ঝড়ের তাণ্ডবে সেখানকার প্রজারা সমূহ বিপদের আশঙ্কা য় ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় ।এ কথাই বলতে চেয়েছেন।

৪/'কলিঙ্গে সোঙরে সকল লোক যে জৈমিনি'কলিঙ্গ বাসীর জৈমিনি কে স্মরণ এর কারণ কি?

উঃ মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি কাব্যাংশে উল্লেখিত জৈমিনি হলেন এক বাকসিদ্ধ ঋষি।এনার নাম স্মরণ করলে বজ্রপাত বন্ধ হয় এই বিশ্বাসে বজ্রপাতের সময় মানুষ উনার নাম সংকীর্তন করে।
কলিঙ্গদেশের আকাশে হঠাৎ ঘনকালো মেঘের সমাবেশ ঘটে।কালো আকাশ থেকে ঘন মেঘ বৃষ্টি ঝরায় মুষলধারায়। মেঘের গম্ভীর গর্জন ঘনঘন বজ্রপাত ঝড়ের তাণ্ডবে ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশঙ্কায় জৈমিনি ঋষি কে স্মরণ করতে থাকে।

৫/"না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ" কারা কেন রবির কিরণ দেখতে পায়নি?

উঃ কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি কাব্যাংশটি কেহ বলতে কলিঙ্গ বাসীর কথা বোঝানো হয়েছে।
কলিঙ্গদেশের আকাশে হঠাৎ এই বিপুল মেঘরাশির সমাবেশ ঘটে। মেঘের ঘনঘটার মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে সমগ্র কলিঙ্গদেশ কেঁপে ওঠে।দূর দিগন্তে মেঘের গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে শুরু হয় মুষলধারায় বৃষ্টি।কালো মেঘের সমাবেশে চারিদিক অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে দিন রাতের পার্থক্য বোঝা সম্ভব হয়না। সাত দিন একটানা বৃষ্টিপাতের কারণে তারা সূর্যর আলো দেখতে পায়না।

৬/চন্ডী র আদেশে কারা কিভাবে কলিঙ্গের ধ্বংস ঘটিয়েছেন?

উঃ কলিঙ্গদেশের ঝড়-বৃষ্টি নামক কাব্যাংশের শেষ কয়েক ছত্রে মা চন্ডীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চন্ডি দেবীর নির্দেশে বীর হনুমান কলিঙ্গদেশের সমস্ত দেবালয় এবং বাসগৃহ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মা চন্ডীচণ্ডীর আদেশেই সমস্ত নদনদী উত্তাল হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রবল ঢেউ এর ধাক্কায় সব বাড়ি ঘর ভেসে যায়। মনে হয় বাড়িঘরগুলো যেন ঢেউয়ের মাথায় উঠে টলমল করে ভাসছে।

৭/"ভাদ্র পদ মাসে যেন পড়ে থাকা তাল" কোন প্রসঙ্গে কথা বলা হয়েছে?

উঃ কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি কাব্যাংশে কলিঙ্গদেশে যে ভয়াবহ ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা করা হয়েছে।আকাশ কালো করা বিপুল মেঘ রাশির বর্ষণে প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে। টানা সাতদিনের অবিরাম বর্ষণের ফলে নিরন্তর শিল পড়তে শুরু করে। ভাদ্র মাসে যেমন গাছ থেকে পাকা তাল পড়ে যায় তেমনি ভাবে অত্যন্ত বড় আকারের শিল ঘরের চাল ভেদ করে মেঝেতে পড়ে ঘরবাড়ি নষ্ট করে দেয়।

Teacher’s Name: Antara Ghosh